দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

৩৫

০৯

শিক্ষকদের সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হইবে

গতকাল (বুধবার) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্ট বিল, ১৯৯০ সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সরকারী দল সংসদকে আশ্বাস দেন যে, বর্তমান সরকার ধাপে ধাপে শিক্ষকদের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করিতে বদ্ধপরিকর। বিরোধীদল উল্লেখ করে, সরকার বর্তমানে বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা শিক্ষকদের ৭০ ভাগ মাহিনা ও ১০ ভাগ মহার্ঘ ভাতা প্রদান করিতেছে। আর ২০ ভাগ বাড়তি খরচ নির্বাহ করিয়া সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারীকরণের জন্য তাহারা দাবী জানাইয়া বলেন, তাহা হইলে কল্যাণ ট্রাষ্ট গঠনের প্রয়োজন থাকিবে না।

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বলেন, শিক্ষক সমাজকে মর্যাদা দান ব্যতীত জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়। তিনি ঘোষণা করেন, শিক্ষকদের জন্য একটি স্যানেটরিয়াম হাসপাতাল নির্মাণের জন্য সরকার কক্সবাজারে জমি প্রদান করিতেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, শিক্ষকদের অবস্থা উন্নয়ন ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন আলীক কল্পনা মাত্র। এজন্যই সরকার শিক্ষকদের পেশাকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতেছেন। তিনি বলেন, এখন হইতে প্রতিমাসে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ভাতা প্রেরণ করা সম্ভব হইবে। তিনি বলেন, শিক্ষকরা এখন যে বেতন ভাতা পান, তাহা আরও বৃদ্ধি করা সরকারের লক্ষ্য। এ কল্যাণ ট্রাষ্ট গঠিত হইলে আর কোন শিক্ষককে খালি হাতে অবসর নিতে হইবেনা। শাজাহান সিরাজ, আবদুল মতিন মিয়া, নুরুদ্দিন, মোজাম্মেল হোসেন ও আতাউর রহমান (সিরাজগঞ্জ-৩) বিলের উপর আলোচনায় অংশ নেন।